আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "বদর যুদ্ধ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের পর্যালোচনা"

এ যুদ্ধ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ৭৫ টি আয়াত ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে এবং বদর যুদ্ধের পুরো ঘটনা ইবনে হিশামের রাসূলুল্লাহর জীবনী এবং আর রাহীকুল মাখতুম (রাসূলুল্লাহর পূর্ণাঙ্গ জীবনী) ভালোভাবে পড়লে বদর যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ।

দ্বিতীয় হিজরির পবিত্র রমজান মাসের **১৭ই রমজান** বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন এবং মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০ জন। যুদ্ধের উপকরণ ও রসদ মুসলামদের তুলনায় মুশরিকদের ছিল প্রায় ১০ গুণ বেশি। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা নাযিল করেছিলেন এবং মুসলমানরা আল্লাহর রহমতে বিজয়ী হয়েছিল। মুশরিকদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়েছিল। মুসলমানদের ১৪ জন শহীদ হয়েছেন। মুশরিক কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় সকলেই মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছিল।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَـٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ

স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করে বলেছিলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে। (৮:৯)

إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَـٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাক/ফেরেশতার নিকট প্রত্যাদেশ করলেনঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অতএব তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হান, আর আঘাত হান তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায়। (৮:১২)

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেহ তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (৮:১৬)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর (হে নাবী!) যখন তুমি (ধূলাবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। (৮:১৭)

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো ফাইসালা চাচ্ছ, ফাইসালাতো তোমাদের সামনেই এসে গেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিব, আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন। (৮:১৯)

وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৮:২৬)

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

হে নাবী! মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তাহলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝেনা। (৮:৬৫)

الْـَٰٔنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّـٰبِرِينَ

আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, এতদসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শ' জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮:৬৬)

আর রাহীকুল মাখতুম পৃষ্ঠা ৩২ ০, ৩২১

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয় প্রকৃতপক্ষে এ সূরাটি এ যুদ্ধের উপর আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশদ বর্ণনা। আর আল্লাহ তা'য়ালার এ বর্ণনা বাদশাহ ও কমান্ডারদের বিজয় বর্ণনা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ বিশদ বর্ণনার কতকগুলো কথা হচ্ছে সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ অসতর্কতা ও চারিত্রিক দুর্বলতা প্রতি যা মোটের ওপর তাদের মধ্যে বাকি রয়ে গিয়েছিলো। আর যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু এ যুদ্ধে প্রকাশও পেয়ে গিয়েছিলো। তাদের এ মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে এসব দুর্বলতা হতে পবিত্র করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এরপর মহান আল্লাহ এ বিজয়ে তার পৃষ্ঠ পোষকতা ও গায়েবী সাহায্যের অন্তর্ভুক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা নিজেদের সাহস ও বীরত্বের প্রতারণায় জেনো না পরে। কেননা এর ফলে স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়; বরং তারা যেন আল্লাহ তায়ালার ওপর ই নির্ভরশীল হয় এবং তার রাসূল-এর আনুগত্য স্বীকার করে। তারপর ঐ সব মহৎ উদ্দেশ্যের আলোচনা করা হয়েছে যার জন্য রাসূল এ ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পা রেখেছিলেন এবং এর মধ্যে ঐ চরিত্র ও গুণাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে যা যুদ্ধসমূহ বিজয়ের কারণ হয়ে থাকে।

অতঃপর মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদি এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে এমন মর্মস্পর্শী উপদেশ দেয়া হয় যাতে তারা সত্যের সামনে ঝুঁকে পরে এবং এর অনুসারী হয়ে যায়। এরপর মুসলমানদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে সম্বোধনপূর্বক এ বিষয়ের সমুদয় বুনিয়াদি নিয়ম কানুন ও নীতিমালা বলে দেয়া হয়।

অতঃপর এ স্থলে ইসলামী দাওয়াতের জন্যে যুদ্ধ ও সন্ধির যে নীতিমালার প্রয়োজন ছিল এ গুলোর বিশ্লেষণ ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। যাতে মুসলমানদের যুদ্ধ এবং জাহেলিয়াত যুগের যুদ্ধের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উৎকৃষ্টতা লাভ হয়। আর দুনিয়ার মানুষ উত্তমরূপে জেনে যায় যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটা মতবাদ নয়; বরং সে যে নীতিমালা ও রীতিনীতির প্রতি আহবানকারী, স্বীয় অনুসারীদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার শিক্ষাও দিয়ে থাকে।

তারপর ইসলামী হুকুমতের কয়েকটি দফা বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী হুকুমতের গন্ডির মধ্যে বসবাসকারী মুসলমান ও এর বাইরে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে কতই না পার্থক্য।

গুরুত্বপূর্ণ বিধান জারি: হিজরি ২য় সনে রমজানের রোজা এবং সদকায়ে ফিতর ফরজ করা হয়, আর যাকাতের বিভিন্ন নিসাব ও ধনের পরিমান যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তা নিদৃষ্ট করা হয়। সদকায়ে ফিতর ফরজ এ যাকাতের নিসাব নিদৃষ্ট করণের ফলে বোঝা ও কষ্ট অনেকাংশ হালকা হয়ে গেলো যা বহু সংখ্যক দরিদ্র মুহাজির বহন করে আসছিলেন। কেননা তারা জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘুরেও জীবিকার ব্যবস্থা করতে অপারগ হচ্ছিলেন।

অতঃপর অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ ও মোক্ষম ব্যবস্থা এ ছিলো যে, মুসলমানরা তাদের জীবনে যে প্রথম ঈদ উৎযাপন করেছিলেন তা ছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ঈদ, যা বদর যুদ্ধের প্রকাশ বিজয়ের পর হাজির হয়েছিল। কতই না সুন্দর ছিলো যা সৌভাগ্যের ঈদ, যে সৌভাগ্য আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের মস্তিস্কে বিজয় ও সম্মানের মুকুট পোড়ানোর পর দান করেছে। আর কতই না ঈমানের ছিলো এ ঈদের নামাজের দৃশ যা মুসলমানরা নিজেদের ঘর হতে বের হয়ে তাকবীর তাওহীদ ধোনিতে গগন পবন মুখরিত মাঠে গিয়ে আদায় করে থাকেন। ঐ সময় অবস্থা ছিল এই যে, মুসলমানদের অন্তরে ছিলো আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মতরাশি ও তার দেয়া সাহায্যের কারণে তার করুনা ও সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহে উচ্চসিত এবং বিজয়োম্মাদনায় উল্লাসে পরিপূর্ণ। তাদের লালাটগুলো তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে ঝুঁকে পড়েছিল।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য এবং অমলকে সহিহ করার জন্য পবিত্র কোরআন, হাদিস, রাসূল (স:) ও সাহাবাদের জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে দীনের সঠিক জ্ঞান ও তদনুযায়ী দিনের বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603